গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সভার কার্যবিবরণী

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০৩৪.১৪/৬৫৮ তারিখঃ ০৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
২২ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ মূল্য সংযোজন কর রিফান্ড প্রদানের পদ্ধতি সহজ করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
সভার তারিখঃ ০৬ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (সকাল ১১.০০ ঘটিকা)
সভার স্থানঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫৩৪)।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি এর সভাপতিত্বে গত ০৬ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় রিফান্ড প্রদান পদ্ধতি সহজ করার বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা **সংলাগ-ক** তে উপস্থাপন করা হলো।

০২। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তারপর তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক নীতি) ড. আব্দুল মান্নান শিকদার কে মূল আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য (মূসক নীতি) সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ অনুযায়ী রেয়াতের বিধান রয়েছে। এছাড়া, ধারা-৬৮ হতে ধারা ৭১ এ উল্লিখিত ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া, আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ৫ শতাংশ আগাম কর ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধান তুলে ধরে বলেন যে, অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আগাম কর পরিশোধের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশনারের নিকট ফেরতের জন্য ফরম মূসক-৪.১ তে আবেদন করবেন। নিবন্ধিত ব্যক্তি রিটার্ন ফরম মূসক ৯.১ এ অংশ-৬ এ আগাম কর হ্রাসকারী সমন্বয় করবেন।

০৩। সভার এ পর্যায়ে অর্থ বিভাগের উপ-সচিব জনাব ফৌজিয়া রহমান জানান যে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাভুক্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক অতিরিক্ত আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর (মূসক) করদাতাগণকে ফেরৎ প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে গত ০৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অর্থ বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভ্যাট, আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক বাবদ অতিরিক্ত আদায়কৃত অর্থ ফেরৎ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, উক্ত সভায় মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৪ তে রিফান্ড আবেদনের সাথে টিআর-৩১ প্রদানের বিধান ছিল, যা যথার্থ নয়। কারণ ট্রেজারি রুলস এর এস.আর ২৫৩ তে যে সকল ক্ষেত্রে ফেরৎ প্রদানের সুনির্দিষ্ট আইন, বিধি বা পদ্ধতি উল্লেখ নেই সে সকল ক্ষেত্রে টিআর-৩১ ব্যবহৃত হবে। এছাড়া, উক্ত সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১৯৯১ সালে মূসক বিধি ৩৪ক সংশোধনের পর শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেটের সকল কমিশনারগণ CGA এর দপ্তর হতে চেক বই সংগ্রহ করবেন। তাই ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর বিধি-৩৪ সংশোধন করার সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে প্রথম সচিব (মূসক নীতি) জানান যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় দাবীকৃত রিফান্ড ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় দাবীকৃত রিফান্ড নিষ্পত্তি করতে কোন বাঁধা নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ইতোমধ্যেই এ বিষয়টি পত্র মারফত সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটকে অবহিত করা হয়েছে।

০৪। সভায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এর কমিশনার জনাব জাকিয়া সুলতানা জানান যে, তিনি ইতিমধ্যেই ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইনের আওতায় রিফান্ড প্রাপ্য হয় এমন প্রতিষ্ঠানের আবেদন নিষ্পত্তি করেছেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ১৯৯১ সালের আইনের আওতায় প্রাপ্য রিফান্ড মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় নিষ্পত্তি করা যাবে কি না- এ বিষয়টি জানতে চেয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করলে বোর্ড ২০১২ সালের আইনের ধারা ১৩৭ অনুযায়ী তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব মর্মে অবহিত করা হয়। তিনি আরো জানান যে, তিনি কমিশনারেটের সাথে একটি একাউন্ট খুলে অতঃপর সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে চেক সংগ্রহ করে প্রাপ্য রিফান্ডের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক চেক ইস্যু করেন। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি এডভাইস ইস্যু করতে হবে। এতে আলাদা ভাবে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কোন প্রকার বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হয়নি। তবে অর্থ মন্ত্রনালয়ের ০৫/০৩/২০১৯ খ্রিঃ এর সভার সিদ্ধান্তের সূত্রে, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ৩৪ক সংশোধন আনা হয়নি বিধায় চেক ইস্যুর পরে, সিজিএ দপ্তর হতে চেকটি নগদায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে মর্মে অবহিত করেন।

০৫। এ পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন যে, নতুন আইন কার্যকর করার পর হতে বাস্তবায়নগত কিছু চ্যালেঞ্জ পরীলক্ষিত হচ্ছে। এ হতে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এছাড়া, রিফান্ড প্রদান সহজ করতে সহজ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে করে রাজস্ব আদায়ে কোনরূপ বিরূপ প্রভাব না পড়ে এবং সাথে সাথে ব্যবসায়ীরাও কোনরূপ হয়রানির স্বীকার না হয়। তিনি আরো বলেন, রিফান্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) যেভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা প্রয়োজনে মডেল হিসেবে অনুসরণ করা যেতে পারে। এছাড়া, তিনি আরো বলেন, বর্তমানে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আমদানি পর্যায়ে আগাম কর পরিশোধ করে আসেন কিন্তু ফেরত প্রদানের পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে তা ফেরত প্রদান অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হচ্ছে। এতে পণ্যমূল্য বেড়ে যেতে পারে। তাই রিফান্ড নিষ্পত্তিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অধিক যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান।

০৬। সভার এ পর্যায়ে বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মূসক এর কমিশনার জনাব মুহাম্মদ মুবিনুল কবির এমএস পণ্যের ন্যায় স্পর্শকাতর পণ্যসমূহের উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর আদায় নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০১২ সালের আইনে রেয়াতের ক্ষেত্র বেড়ে যাওয়ায় সংযোজন কমে গেছে। ফলে রাজস্ব আদায়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ের কমিশনারগণের পক্ষে, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এর কমিশনার জনাব জাকিয়া সুলতানা, নতুন আইনে "উপকরণ" এর সংজ্ঞা না থাকায় নীট রাজস্ব এর নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখপূর্বক সকল "উপকরণ" এর বিপরীতে রেয়াত না দেওয়ার পক্ষে তার যুক্তি তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র উৎপাদন সংশ্লিষ্টতা "উপকরণ " এর রেয়াতের বিষয়ে একটি ব্যাখ্যাপত্র জারির মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের জন্য সদস্য (মূসক নীতি) মহোদয়কে অনুরোধ করেন। এছাড়া এক্ষেত্রে তিনি আরো বলেন যে, যে সকল সেবা সমূহের আদায় ঝুঁকিপূর্ণ, যেমন: কনসালটেন্সী ফার্ম, সুপারভাইজারী ফার্ম, অডিট এন্ড একাউন্টস ফার্ম, আইন পরামর্শক, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, ইজারাদার-ইত্যাদি এর ক্ষেত্রে, পূর্বের ন্যায় উৎসে কর্তনের বিধান এবং কর্তনকারী কতৃক সরাসরি ট্রেজারী চালানে জমাপূর্বক রিটার্নে প্রদর্শনের বিধান করা রাজস্বের স্বার্থে অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যথায় রাজস্বে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। রেয়াতের পরিধির বিষয়ে সদস্য (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা) জনাব মোঃ মাসুদ সাদিক সহমত পোষণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো উপকরণ হিসেবে রেয়াত নেওয়া যথাযথ নয়। সভার এ পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) জনাব মোঃ জামাল হোসেন জানান যে, মূলত রাজস্ব আদায়ে যেহেতু নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা হতে উত্তোরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল কমিশনারগণের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমন্বয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে তা বাস্তবায়নে জটিলতা পরিহার করা অনেকাংশে সম্ভব হবে। এছাড়া, রাজস্ব আদায় আরো ত্বরান্বিত করতে মাঠ পর্যায়ের সকল কমিশনারগণকে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ করেন। এ থেকে উত্তরণের জন্য নীতিগত কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা বের করার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

০৭। সভার শেষাংশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান Revenue Protection এর লক্ষ্যে যে ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়ার প্রয়োজন তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা জারির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, প্রয়োজনে এ সকল ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে সকল কমিশনারের মতামত গ্রহণেরও অনুরোধ করেন। এতে বাস্তবায়নগত জটিলতা এড়ানো যেমন সম্ভব হবে, তেমনি রাজস্ব আদায়ও সুনিশ্চিত করা যাবে। চেয়ারম্যান মহোদয়ের উক্তরূপ নির্দেশনার বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

০৮। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবং সকল পক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) রিফান্ড আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকল কমিশনারগণ কমিশনারেটের নামে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের জন্য পৃথক পৃথক একাউন্ট খুলে অতঃপর সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে চেকবই সংগ্রহ করবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে একটি সমন্বিত নির্দেশনা/আদেশ জারি করা হবে;

(খ) কমিশনারগণ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩৭ অনুযায়ী ১৯৯১ সালের আইনের আওতাধীন দাবীকৃত রিফান্ড ও বর্তমান আইনের আওতাধীন দাবীকৃত রিফান্ড আবেদন উভয়ই নিষ্পত্তি করবে;

(গ) কূটনৈতিক ও রপ্তানীমূখী প্রতিষ্ঠানের রিফান্ড আবেদন ডেডো হতে নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে; এবং

(গ) মূসক নীতি শাখা রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকরণ কর রেয়াত ও উৎসে মূসক কর্তনের ক্ষেত্রে নীতিগত কি সংশোধন আনা যায় তা সুপারিশ করবে। প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ের কমিশনারদের সাথে আলোচনা করে করণীয় ঠিক করবে।

১০। সভায় অন্যকোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/২২/১০/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।
[মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি]
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০৩৪.১৪/৩৫৬ (২৮)

তারিখঃ ০৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২২ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণঃ প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, কাকরাইল, ঢাকা।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪-৮। সদস্য (শুল্ক নীতি)/ (মূসক নীতি)/(মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)/(মূসক নীরিক্ষা ও গোয়েন্দা)/ (শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৯-১০। মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর / মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১-২২। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা (পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ খুলনা/ রাজশাহী/ রংপুর/ যশোর/ সিলেট/ বৃহৎ করদাতা ইউনিট(মূসক), ঢাকা।
২৩-২৮। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ মংলা/ আইসিডি, কমলাপুর/ বেনাপোল/ পানগাঁও, ঢাকা।

২৯। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩০-৩৪। প্রথম সচিব (শুল্ক, রপ্তানি ও বন্ড)/(শুল্ক নীতি)/ (মূসক নীতি)/(মূসক বাস্তবায়ন)/(মূসক নীরিক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

৩৬। দ্বিতীয় সচিব (মূসক বাস্তবায়ন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩৭। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

22/12/13

(মোঃ তারেক হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)